প্রথম প্রকাশ : ২৫শে বৈশাখ, ১৩৫৭

প্রকাশক : পরেশচন্দ্র সাঁতরা, সাহিত্যশ্রী,
৮৯, পড়ুয়াপাড়া লেন, শ্রীরামপুর, হুগলী॥
মুদ্রক : দেবেশ দত্ত, অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
৮১, সিমলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬॥

গত দশকের মধ্য-সীমা ছাড়িয়ে গেছে এমন কয়েকটি কবিতাও এ বই-য়ে মুদ্রিত হল। সেই কবিতাগুলির অধিকাংশ তখনকার 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। হয়ত বা মমত্ব-ই, আমার পক্ষে এগুলির নিশ্চিহ্ন বর্জনের অন্তরায়। তা' ছাড়া, নিজেকেই শ্রেষ্ঠ, অন্তত একমাত্র, বিচারকের আসনে না বসিয়ে কয়েকটি প্রিয় সনির্বন্ধে আত্ম-সমর্পণ-ই করা গেল।

গল্প-উপন্যাসের লোভন এবং নিরাপদ বাণিজ্য মুলতবী রেখে প্রকাশক যে-ভাবে আমার পাণ্ডুলিপি হরণ করলেন তা বিস্মিত সাধুবাদেরই যোগ্য।

সূচীপত্র

একটি কবিতার প্রার্থনায়

জীর্ণ একটা পুঁথি দিও, নৌকো একটা, নিভৃত গলুই,
পরিমিত প্রাঞ্জলতা দিতে পারে এমন একটা কুণ্ঠিত লণ্ঠন,
একভাগ ডাঙায়—দূরে—গুণ-টানার একজন বৈরাগী।
আর সঙ্গী বলতে ? সে তো অনুভব, নদী-নিবেদন।

স্থায়িত্ব-ই সব ; তটে, অবিচল বিশ্রাম-আগারে
কান্নায় ভিজিয়ে নিয়ে বারান্দার নিরন্ত রোদ্দুরে
অভ্যাসে শুকিয়ে নেওয়া সকালের চেলী নয়তো বিকেলের থান,
ছেলেটি ঘুমোলে মুখে তন্ন তন্ন খুঁজে গ্যাখা : তর্পণ কী নয়নাভিরাম।

তাই মশারি সরিয়ে আমি এতো রাত্রে নৌকো একটা নৌকো
নৌকো চাই—
নদী অবশ্যই রাত্রি, এক-আকাশ ছড়ানো গলুই,
কিন্তু, সব শ্রেষ্ঠ কবি আজ একেবারে ঠাণ্ডা ঘুমোয় টেবিলে।
দুঃখে নিজে বুক খুঁড়ি ; কই, আমার জীর্ণ পুঁথি কই !!

তোমার রৌদ্দুরে

সকালে সূর্যের কাছে ঋণী আমি, রৌদ্রল আনন
মুহূর্ত-পদ্মের সঙ্ঘে দুলে ওঠে মধ্যবর্তী হ্রদে,
ওপারে বৃক্ষের মতো তুমি থাকো : নিঃশব্দ ভঙ্গিমা
কম্প্র পল্লব শুধু অবিশ্বাস্য অবয়ব আঁকে।

আমি চাইনা কাছে যেতে,—রাত্রির অধিকন্তু ঘরে
উচ্চকিত হতে কোন শারীরিক অভীক প্রদীপে ;
ভয়, যদি ভালবাসো, করুণ ও ক্ষিপ্র অনুরাগে
হ্রদ বা সমুদ্র ভেঙে শুধু হও সীমন্তিনী নদী।

অংশত তোমার কাছে গুল্মলতা চাইনি, যদিও
তোমার সুদূর সৌর উজ্জ্বলতা মাত্র-আকাঙ্ক্ষায়
এখনও বাগানে মনে বিভিন্ন বর্ণের নানা ভাগে
অপর্যাপ্ত পুষ্পে পুষ্পে স্তবকের স্তব শোনা যায় ॥

সুরঙ্গমা

কথা সাজাই কথা সাজাই কথায় নেই সম্মোহ
শব্দ ছিঁড়ে ছুটে আসে না যন্ত্রণা,
বুকের মধ্যে বুকের মধ্যে কোথায় সেই রক্তস্রোত
কালিন্দীর ছলোচ্ছল মন্ত্রণা।

এপার থেকে ওপার ছুঁয়ে ছড়িয়ে আছে গাঙ্গেয়
ধূলোয় ধূলো সন্ধ্যা নামে আঞ্চলিক
ধোঁয়ার কুঞ্জে চতুর্দশী ধোঁয়ার কুঞ্জে লুণ্ঠিত
রক্তে হঠাৎ চমকে ওঠে দিক্‌-বিদিক্‌।

সুরঙ্গমা ঘুমিয়ে আছো ঘুমিয়ে আছো অন্ধকার,
অমাবস্যার রাজা আমার জাতিস্মর,—
বুকের মধ্যে বুকের মধ্যে তবু এ কোন মন্ত্রণা
আর্ত ঢেউ তুলে আতুর কালিন্দী॥

কবি সম্মেলন

ছ'জন প্রখ্যাত কবি, যে যার নিজস্ব হিংস্র পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে
পর পর ডায়াসে এলেন :

প্রত্যেকেরই কণ্ঠে ছিলো বিশ্বাসের মতো শ্বাসাঘাত,
তৃষ্ণার্ত শব্দের ঠোঁটে জল এনে
তৃষ্ণা,কিম্বা জল, কিম্বা সন্নিহিত প্রচণ্ড অধর
সন্তর্পণে কাছে এনে
অদ্ভুত কৌশলে যেন মেরুদূর সরিয়ে নিলেন,
আশ্রিতান্ত দলগুলি ইচ্ছে মতো খুলে আর ঢেকে
ঝাঁকে ঝাঁকে স্বরবৃত্ত উড়িয়ে দিলেন যাদুকর ;—
অক্লান্ত—যতির প্রান্তে ক্ষিপ্র হল মৌলিক প্রস্বর।

জানতে চাইলেও আমি কোনোদিনও জানতে পারবো না
প্রথম সারির থেকে মঞ্চ ছিলো ঠিক কতদূর !
কিম্বা কে বা মধ্যবর্তী দুলে-ওঠা অন্ধকার পার হয়ে—
বলো জানতে যাবে,
মঞ্চে অতো রক্তচাপ কেন !
কেনই বা প্রত্যেক কবি পরবর্তী কবির প্রতি নিবেদিত দারুণ সম্ভ্রমে
সিঁড়ির বিমূঢ় ধাপে নামতে নামতে
দাঁড়িয়ে পড়লেন ॥

সরু করুণ আঙুলে বোনা পশম তুলে রাখো !
যদি আবার বইছে আজ
রক্ত, মরা দিনের স্বাদ—
হ্রস্ব সেই বসন্তের বর্ণ দিয়ে আঁকো
বর্ষমালা বাসন্তিক, কম্প্র ক্ষণতন ।

আজকে যদি সারা দুপুর
সূর্য-ছেঁড়া রূপোর সুর
তরল নীল
অপরিসীম ;—
এ ফাল্গুন ঢাকো
স্পর্শরাঙা অন্ধকারে কৃষ্ণচূড়া-নত

গা ধুতে সে নেমে গেল দোতলার থেকে নীচ তলা।—
শিউলি গাছের বৃন্ত,
একফালি উঠোন, পেরিয়ে
বিকেলের বাঁকানো রোদের
ছোটো ছোটো সিঁড়ি-সঙ্গী বাঁধা-ঘাট ছায়ার তলায়।

যদি এ-সময়টুকু ধরে রাখা যায়।
সে যদি নিজেই আসে ফিরে!
অসম্ভব। ক্লান্ত-চোখ ফিরিয়ে নিতেই
কী অবাক—
একটি ছোট্ট শিউলি—
গা ধুয়ে সে এসেছে শিশিরে॥

দুটি দিন

আজ তমসা-ভাসা রাত্রি
কাল জ্যোৎস্না আজ অন্ধ
কাল কুম্‌কুম্‌ আজ নিঃঝুম
প্রল-য়ে আলো বন্ধ।

কাল দিন-ভর দেহ থর্‌থর্‌
এক টুক্‌রো খোলা জান্‌লায়
সেই গল্পের মতো এক্‌ যে
পীত রোদ্দুর দেহে দোল্‌ খায়

আজ দোল নেই খোলা জানলায়
গা ছম্‌ ছম্‌ মেঘ-ভরতি
কালো ভয়ানক কালো রাত্রি—
শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি।

গল্পের পীত পুষ্পে
সেই ঘুমোনো রাজকন্যার
নীল উজ্জ্বল চোখ হয়ত
আজ বন্যার—না কান্নার

ছাব্বিশ বছর আগে

লোকটা অদ্ভুত জ্যান্ত, শুধু তার দু'টি হাত-ই মরা
টেবিলে বিছানো, যেন তুলোট কাগজে তৈরী কবেকার
মরে-যাওয়া পুঁথি।

অক্ষরেরা পলাতক,
সে শুধু নিজের কাছ থেকে
আপ্রাণ পালাতে গিয়ে,—পারেনি। পারেনি
তাই—গোপনে প্রাণের মধ্যে লালন করেছে এক
বিশ্বাসী ঘাতক

লোকে বলে শব্দ-শিল্পী,
কেউ কেউ : ছন্দ-যাদুকর ;
টেবিলে উপুড়-করা হাতে তার শিরা-উপশিরা
অস্বাভাবিক স্ফীত,—রক্ত নেই—কেবল কথারা।

কথারা বড্ডই তার প্রিয়জন, রক্ত ভাষা-ভাষী
কেউই বোঝে না, তাই, বিহান বেলায় পরবাসী
কে রবে কে রবে এ-ঘরে · ....
চারিদিকে দারুণ পৃথিবী।—
ছাব্বিশ বছর আগে মারা গেছে
লোকটা। লোকটা—লোকটা···নাকি কবি ॥

রবীন্দ্র-জন্ম-শতবর্ষে

কে জানে তোমায় প্রভু ! তবু এই সমিতি-সভায়
তুমি নাম জপমন্ত্র—নামই কেবল !
যদিও বিভিন্ন গুরু জপিয়েছে এ কয় দশক
বিভিন্ন সময় বেছে—তুমি তারি নির্বাচিত নট।

এবার তোমাকে তাই শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসরে আসরে
পঞ্জাব গুজরাট সিন্ধু দ্রাবিড় উৎকল চৌমাথায়
প্রহ্লাদ ভারত দেবে আহ্লাদের প্রগল্‌ভ অঞ্জলি
অবতার হে ঠাকুর বিগ্রহেই ছড়াবে মন্দিরে।

এবং সে পাথরের তীক্ষ্ণ হিম করুণ আড়ালে
অযুত কান্নার রাত্রি অস্তিত্বের নীল রৌদ্রালোকে
যেখানে একটি গুছি করবীর রক্তরুচি আলো
সে থাক, অ-শতবর্ষ কল্লোলিত শুভ্র অন্ধকারে ॥

চোখ

অন্ধকারের অবয়বে হঠাৎ দু'টি তীক্ষ্ণ চোখ
তোমার দিকে। তুমি যতই অন্যদিকে মুখ ফেরাও,
যতই ত্রস্ত পায়ে পায়ে এ-পথ ছেড়ে ওই পথে
নিজের খুব চেনা বুকের ঠাণ্ডা ঘরে তলিয়ে যাও।

দু'টি জানলা দু'দিক থেকে বন্ধ, মৃদু অন্ধকার,
ঘরের মধ্যে শায়িত পাপ অবিদ্ধ,
তবু দেয়াল সাদা দেয়াল অনিচ্ছুক দর্পণে
তোমার চোখে ও কার চোখ বিস্মিত!—

হিংস্র এবং অবিশ্বাস্য ভালোবাসায় নির্নিমেষ
শ্বাপদ? না কি নীলপদ্ম—নিঃশরীর ঈশ্বরী॥

দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার

ছাড়িয়ে এলাম—ছেড়ে এলাম—
গ্রাম জনপদ বরুণাবতী,
মনে-পড়ার জাহাজঘাটা
ঝাপ্‌সা বাঁক সিঁদুর সিঁথি,
বুকের ভিন্ন ছিন্ন রশি,
ঢেউ ডিঙিয়ে ঢেউয়ের পরে
নক্ষত্র—
দ্বীপান্তরে
—এলাম সব ছেড়ে এলাম।—

সমস্ত পথ ঘুরে ঘুরে নতজানু রৌদ্রে উঠোন
দেখতে পেলাম পাতা পদ্ম—দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার ॥

কলহান্তরিতা

গড়ো আর ভেঙে দাও : তারপর বাকি রাতটুকু
চারি দিকে শূন্য জেলে বসে থাকো নক্ষত্র সুদূর।
আমি স্নিগ্ধ অন্ধকারে সারারাত বৃষ্টি বাজে শুনি,
অনুচ্চ রক্তের স্রোতে ভেসে যায় সহস্র ধমনী।

—তারপর ভোর হয়, সব শব্দ বৃষ্টি থেমে আসে
নক্ষত্র মিলায় ; দেখি ছোট্ট এক বৃন্তের বিশ্বাসে
শিউলি শিশির-গায়ে ছড়িয়ে রয়েছে ফুলে ফুলে-

নির্জন বক্ষের ভাণ্ডে তুলে নিই পৃথিবী সকালে ॥

রাঙা রোদের দিকে

খাঁচায় ছিল আকাশ, পাখী ইচ্ছে নিয়ে বন্দী ;
অন্য মেঘে পেয়েছিলো বা উপমা ;
অবিশ্বাস্য জানলাগুলো নত-আকাশ রাত্রি ;
নক্ষত্র—যখন খ্যাত মমতা।

হাজার দীপ জ্বালতো যদি ভাস্‌তো নদী-বক্ষে,
নয়ত কোনো বৃষ্টিঘন সম্ভার :
খাঁচার কোণে মনে মনেই এ-ডাল থেকে ও-ডালে
ছুঁড়তো তার দিবস—মেঘমল্লার।

রচিত সেই আকাশ ছিলো ভয়ঙ্কর সত্যি,
পৃথিবী নয় দিবস নয় ছলনা।

অবিশ্বাস্য জান্‌লা খুলে কখনো ভোর-রাত্রি
ডেকেছে রাঙা-রোদের দিকে ?—জানিনা।

প্রাণলগ্ন

তোমাকে সবচে বেশি ভালো লাগে তখনি তখন
যখন দুয়ার ঠেলে মৃদু পায়ে কাছে তুমি আসো,
সব নাম ছেড়ে দিয়ে সর্বনাম আপনিতে ডাকো
পরম প্রাণোষ্ণ স্বরে—এত ভালো লাগে যে তখন !

মনে হয়, সত্যি সত্যি
বাস্তবিকই তুমি রমণীয়
পরম সুন্দর তুমি
তুমি শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর জানেন ।—

সারা মন-প্রাণ ভ'রে ঝরে স্বর—কেমন আছেন

হংসপদিকা

পলাতক মুহূর্তের ছবি নিয়ে এসেছে হঠাৎ
এই বন্দী-শিবির সকাল,
পাতায় পাতায় আলো-ছায়া নীপ মায়া রৌদ্রজাল
তন্ময় তনুর তৃণে লুটিয়েছে দিগন্তের দূর,
স্নান সারা ; এক পিঠ খোলা চুলে আঁকাবাঁকা পড়েছে রোদ্দুর।

ফোলা বুক সাদা সাদা হাঁসের মতন
কোলে তার পাতা-খোলা বই—
উতল শকুন্তলা,
নীল সকালের হ্রদ অতল অথৈ ॥

সুস্নাতা-কে

নিরেট রোদ্দুর দিয়ে ঝলসানো একটি দুপুরে
তুমি কি এখানে এলে—চোখে স্মিত শান্তির প্রত্যাশা ;
দিনের দহন তুমি ধুয়ে নিতে সাগর খুঁজেছো,
দিতে তো পারিনি, নেই কুম্ভ-ভরণীয় কোন হৃদয়-সায়র।

আমার হৃদয় ঘিরে তবু এক রোদ ঝিলমিল
(কপোতাক্ষ নয় কোনো), শুষ্কচোখ পক্ষিণীর হ্রদ
এ-দুপুরে তবু আছে—আগাছায় ঘেরা তীর এক,
অথবা, সে হ্রদ নয়, ঘেমে-ঘেমে ক্লান্তির সঞ্চয়।

তবু তারি তীর ঘেঁষে মৃদু পায়ে তুমি তো এসেছ
রেখে গেছ তারি বুকে একখানি ভরপুর স্নান,—
তোমার এ-দান
ক্লান্তির পল্বলে যেন স্মিত শুভ্র পদ্মের করুণা,
সমুদ্রের সেই মেয়ে এ-হৃদয়ে ক্ষণিক ঘুমালো।

সে-কন্যা গিয়েছে ফিরে ঝরাপাতা মর্মরিত পথে
সে কন্যার স্নান-সমাপন,
যাবার সময় সেই নীল শাড়ি নিঙাড়ি-নিঙাড়ি
ভাঙা ঘাটে রেখে গেছে অশ্রুনীল ব্যথার স্মরণ ॥

অসম্ভব

এই টুকুটুকু জলে তোমার সমস্ত বৈভব
খোয়ালে এক একটি, এখন ফেরা অসম্ভব

এই টুকুটুকু জলে তোমার শেষের অভিজ্ঞান
হারালো যেই সারা আকাশ সিঁদুর : মুলতান।

এই টুকুটুকু জলে তোমার হাল্‌কা ইচ্ছেগুলো
হাসতে হাসতে ভাসিয়ে দিলে ছেঁড়া শিমুল তুলোয়।
কখন এল জোয়ার, জল বাড়লো অসম্ভব
নৌকো ডুবলো।—তুলো শিমূল ছিন্নভিন্ন শব।

ঊর্ধ্বশ্বাস অন্ধকার, দারুণ পলাতক
কোন্ কোন্ কোন্ স্বর্ণকার : এখন অ-স-ম্ভ-ব ॥

এপার ওপার

চাঁদ চাঁদ চাঁদ   গগন-চাঁদ
হিঞ্চে বনে শচী
মা বললেন :   খোকা আমার
ঝিনুক-সোনা রুচি।

বাপের বাড়ি দোলাখানি শ্বশুর বাড়ি যেতে
মা, একবার চোখটি ফেরাও—আশ্বিনের ক্ষেতে।

এপার জুড়ে বুলবুলিরা
ওপার জুড়ে টিয়ে।—
অসাবধান, সমস্ত ধান কোথায় গেল ধুয়ে।
গর্‌কী এলো ওই পারেতে বর্গী তোমার দেশে,
যা খাজনা তা রইলো তোলা খোকা শুধুক এসে।

দুই নদীতেই পানি বে-হাল ; এইটুকু যা দুখ্‌
'মণি'র চোখে ঘুম আসে না, 'খোকা' নিরুৎসুক॥

তবু কুমীর এলো না

এক চুপ্‌ড়ি এক চুপ্‌ড়ি করে ন' চুপ্‌ড়ি শাক হ'ল তবু
কুমীর এলো না, কুন্তি আজও তুই রইলি উঠোনে।

অথচ আশ্চর্য ঢ্যাখ্‌ পক্ষপাতী জলজ জন্তুটা
ভয়ঙ্কর স্বেচ্ছাচারে তোরি পাশ থেকে চুপি চুপি
গৌরী শিলা মল্লিকার অপ্রস্তুত দেহগুলো নিয়ে
এক ডুবে চলে এলো অবিশ্বাস্য গভীর গঙ্গায়।

মল্লিকা গৌরী শিলা তোলপাড় তুমুল কল্লোলে
যে যার নিজের দ্বীপে—যে যার নিজের দ্বীপে
চলে যেতে চলে যেতে যেতে—
অসম্ভব তিনটি ঢেউ ছুঁড়ে দিল তিনটি সন্ধ্যায়—

ন' চুপ্‌ড়ি শাক নিয়ে তুই শুধু রইলি উঠোনে॥

মিণ্টুর জন্যে

মা বলেছিল, ওদিকে যাসনে খোকা আমার,
ওখানে এখন সারাটা আকাশ তেপান্তর,
শীর্ণ বটের ডালে বাঁধা আছে পক্ষিরাজ
সে আর ওড়ে না দৌড়য় নাবে একটি পা-ও।

দ্যাখ্ চেয়ে মেঘে,—আকাশে ঝড়ের পূর্বরাগ
চারিদিকে শুধু থম্‌থম্ করে অনিশ্চিত ;
দক্ষিণ-দোরে আগল তুলেছি, গৃহকোণে
দু'জনে যত্নে আয় ঢেকে রাখি মৃদু-প্রদীপ।

খোকারে ওদিকে যাস্‌নে, তুই এ ক্রূর পথে
চাবুকে চাবুকে হাওয়ায় কোথায় ছোটাবি তোর
রাঙা ঘোড়াটাকে—এ যে ঝড় এ যে ধূলোর ঝড়
দ্যাখ্ ছুটে আসে ছিঁড়ে কুটে আসে দিক্-বিদিক্।

মাগো, আমি আর যাব না যাব না কথা দিলাম
মাগো, তুমি এই শিশিরের জলে শোও এবার
মেঘ কেটে গেছে, মাগো, চেয়ে দ্যাখো রাত্রি নেই

শুধু ঝড়ে উড়ে গিয়েছে কখন দখিন-দ্বার ॥

ক্ষণান্ত

সন্ধ্যায়
পীত নদী-লেখায়
তোমার নাম
আমি শুনে এলাম ;—
ছোটো ঢেউগুলো
তীরে আছড়ালো
সেই নাম নিয়ে, তুষার কুচি-ঝরা ঠাণ্ডা নাম
আমি ফিরে এলাম, তাই ফিরে এলাম।

আজ কই সে নাম, ভাঙা ঢেউগুলো
বললো যে—"এই রেখে গেলাম
নাম, শব্দ ঝুম্ ঝুমি।"—

ফিরে পাইনি আর॥

স্পর্শাতুর

আমার রাত্রি কাঁপে
আমার রাত্রি কাঁদে
তোমার স্পর্শ দাও।—

আমার স্বপ্ন কাঁপে
আমাব স্বপ্ন কাঁদে—
তোমাব স্পর্শ দাও—
তোমার স্পর্শ দাও।

আমার হৃদয় কাঁপে
আমার হৃদয় কাঁদে
তোমার স্পর্শ দাও
তোমার স্পর্শ দাও—

তোমার স্পর্শ দাও॥

কথা বলবো না

কথায় দেউলে হয়ে স্তব্ধতায় উচ্চারিত হব
তোমার সমীপে,
বৃষ্টি শেষে গভীর রাতের
ছলো ছলো চাঁদের আকাশে—ভেবেছিল মন—

তুমি জানলে না। তুমি ঘুমে অচেতন।

রাত আরও রাত হ'ল
চাঁদ এল মধ্য আকাশে
দিক্-বিদিকে জ্যোৎস্না আর আসঙ্গের সুধা
উতরোল, তবু একা একা।

অবিকল সেই ইচ্ছা আমারও মনের,
আমার কথারা সব গলে যাবে জ্যোৎস্নার শরীরে
মধ্যে আমি একেবারে একা—

কথা বলবো না শুধু স্তব্ধতায় উচ্চারিত হব
তোমার সমীপে, তুমি ঘুমে লীন নীলমণিলতা।

একটি বৃষ্টিরাতের স্মরণে

আমি জেগে আছি
অথচ আমার বুকের ভিতরে ঘুমিয়ে রয়েছে
এলোমেলো সেই বৃষ্টির রাত
সপ্ সপে শাড়ি, ভিজে ভিজে হাত
রক্তে ইচ্ছা : ছলাৎ ছলাৎ।

তবুও সময়,
রাত্রির কালো পর্দাটা ঠেলে তবু ভীরু ভোর,
আরও একদিন
দেওয়ালে প্রবীণ
পার হয়ে এলো ছোট্ট একটি চৌকণো ঘর
ক্যালেণ্ডারের অনুচ্চ স্বর।

তবু তার স্বরে স্তিমিত হ'ল না যে তারস্বর
কাল রাত্রির বৃষ্টিব গলা জড়িয়ে আমার
কণ্ঠ জড়ালো—সেই ভিজে হাত
সপ্ সপে শাড়ি, রক্তে ইচ্ছা : ছলাৎ ছলাৎ ॥

প্রসাধন

বৈকালিক প্রসাধনে ব্যস্ত ছিলে তাই হয়ত লক্ষ্যই করোনি
স্বচ্ছ আর্শির জলে পড়েছিল আরও একটি ছায়া
অবিকল একই লোভ একই ঘন নীল শাড়ি পরা,
কুঙ্কুমের ছোট্ট টিপ্ অপরূপ ভুরু-সঙ্গমে।

নিজেতেই মগ্ন ছিলে তাই তুমি দেখতেও পাওনি
কুন্দ দাঁতের মধ্যে কালো ফিতে চেপে ধরে সে-ও
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কত দেখছিল অবাক আপনাকে
যে-ফুলে সাজাবে দেহ নিজে সেই উদ্ভিন্ন স্তবক।

আমি তিন মিনিট মাত্র তাকে দেখতে পেয়েছি চকিতে :
ধাতুব কল্লোল স্পর্শে শেষ সূর্যাস্তেব আলো ফেলে
যখন বৈশাখী সন্ধ্যা বাতাসের বুক-চেরা শাঁখ
দেয়ালে ধ্বনিত হয়ে প্রতিধ্বনি আকাশে আকাশ ॥

নিজেকে নিয়ে

সাগরে স্নান কোরোনা, এই তটভূমির পটে
বিকেল যেই বিকিয়ে যাবে রূপোর উপহার
খোঁপায় খুলে ভীষণ বাঁধা প্রায়ান্ধকার ঢল
নোন্তা জলে ডুবিয়ে নিয়ো স্বৈরী পদতল।

জলেতে ডুব দিয়োনা শুধু ঢেউয়ের পরে ঢেউ
তরঙ্গিত ইচ্ছাটাকে বুকের খুব কাছে
আঁচল দিয়ে আড়াল কোরো। রক্ত খুলে দিবে
জোয়ার।—সেই জাহাজটার হাজার পাটাতন।

দেখবে দু'টি নাবিক বসে বুকের দুইধারে
অন্ধকারে দেখা যায় না মুখ,
স্তব্ধ সব শ্রুতি ও স্বর দারুণ জলস্বরে
এ ওকে যেন বলছে ; চুপ্ চুপ্।

ডুব দিয়োনা হৃদয় সেই গভীর জলাধারে
যেয়োনা। গেলে ফেরে না আর কেউ।
বরং মানচিত্রে দ্যাখো দেয়াল জুড়ে নাচে
বিনীত কত ভুবন-ভাঙা-ঢেউ॥

শীতার্ত

দু'টি
উষ্ণ পশম গুটি
না দিন না রাত বুনে চল্ছো কী একটা হিংসুটি !
রক্তের চেয়ে উষ্ণতা কি প্রিয় ?
তোমার চেয়েও অঙ্গে বরণীয় !
তবে ?

হয়ত তোমার আঙুল-আলোর আকীর্ণ সংস্রবে
শুদ্ধ কিছু রক্তকণা বুকের ভিতর সমুদ্র ছড়াবে।

দিন রাত্তির
দু'টি কাঠির
তাই কি এমন ষড়যন্ত্র গোপন-মন্ত্র স্বগত উৎসার
শিল্প-শিল্প খেলায় কখন্ নিজেই হলে নিজস্ব শিকার

অপম্রিয়মান

যেয়োনা : শান্ত সাজানো গলায় ধ্বনিত হবার ভোরে
সিংহদ্বার খিড়কি দুয়ার যৌবন জামতলা
এক একটি ডাল ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে উড়ে চলে গেল পাখী
যতক্ষণ না সকাল গড়িয়ে দুপুর গড়িয়ে বিকেল গড়িয়ে—
রাত।—
রাত আর ফিরিবে কি ?

আত্ম-নিবেদন

এ আমি জানতাম তুমি এত অল্পে সম্মত হবে না।

অন্তত আমাকে তুমি সমর্পিত হতে দাও।

সকলকে দিই দিন—কিন্তু তোমাকে
সামান্যও দিতে গেলে পবিস্রুত মধ্যরাত্রি লাগে।
হা বে তবুও যদি দৃষ্টিপাতমাত্র কোনো ফুল
পল্লবে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে উঠতো : বকুল—বকুল।

তোমার প্রভূত দাবী তাই চাও না স্নান শেষ হলে
আবার শুকিয়ে নেওয়া—পরিচিত রৌদ্রের কৌশলে
কিম্বা খুব সন্নিধানে ভয়ানক নীরক্ত অভ্যাস
রজনীগন্ধার শব ছিন্ন সাজে ফ্লাওয়ারের ভাসে।

তোমার বাগানে তাই কী বসন্তে ধূসর অঘ্রাণে
শকুন্তলাই মূর্তি—জ্বলে বীজ রক্তের নিস্বনে ॥

শেষ-ঘণ্টা

উজ্জ্বল বন্দীত্ব তবু প্রার্থনায় ছিল হয়ত বা।—

প্রত্যাশা রাখিনি কিছু, যেহেতু, সতত
অতিথি সময় যায় আয়োজিত পাদ্যঅর্ঘ্য ফেলে—
ইস্কুলের শেষ-ঘণ্টা বরাবরই কিছু বিলম্বিত।

প্রায় অসম্ভব ফেরা সূচীমুখে প্রাক্তন চেহারা
আশা খুব ছিন্ন ভিন্ন, এমন কি দুর্জয় নৈরাশ
সময়ের হাত ধরে চলে গেছে পরের স্টেশনে,
জানিনা মিলন-বিন্দু, আপাতত ধাতব দু' বাহু।

আমি তাই প্রতিগ্রাহী দৃশ্যে দৃশ্যে একই ফেরিঅলা :
বিচিত্র পোশাক, সঙ্গী পৌরাণিক সেই সারমেয়,
একে একে নেমে যায় কী অনুজ কী-ই বা দ্রৌপদী।-

প্রাজ্ঞতা, আমাকে আর কতদূর ঘোরাবে শরীরে ?

এখনও যা

তোমার সমস্ত আমি ভুলে গেছি : শুধু দু'টি চোখ
সমস্ত কবিতা থেকে একটি মাত্র আচ্ছিন্ন স্তবক—
ফিরে ফিরে মনে,—
সমস্ত সময় থেকে একটি বিভোর সন্ধ্যা নির্ঝর নির্জনে।

এখনও মনের মধ্যে নিঃশব্দে হাততালি দেয় কুটিল নদীটি,
ঢেউ, স্মৃতি-বিস্মৃতির ক্ষমা,—
একটি একটি ক'রে শব্দের কোরক ভেঙে রক্তপদ্মে ফোটে
এখনও যা—তোমার প্রতিমা ॥

নটীমুদ্রা

আলো জেলোনা ; ঘরের কোণে এখনও কিছু অরুণিম
সময় আছে, কুঁজোর নীচে আদি গঙ্গা—স্বচ্ছ জল,
ঠাণ্ডা গ্লাসে মত্ত রাতে প্রতীক্ষার মৃতদেহ,
এমন কিছু দুঃখ নেই যে যৌবনেই বাউল সাজা।

পায়ের নীচে ভুবন নাচে তৃণাকীর্ণ পিপাসার্ত,
পর্দা কোনো ক্রমে ঠেকায় বাতায়নের অপার দৃশ্য,
এবং অন্ধকারে ঘনায় ছোট্ট পাখী পালক বিন্দু,
শরীর ? নাকি নাবিক মনে অভিপ্রায়ী সুদূর সিন্ধু !

না ফোটে না ফুটুক কৃষ্ণচূড়া কিম্বা পীত আগুন,
থাকে বন্দী থাকুক তরু স্থিরচিত্র সুদক্ষিণা,
শব্দ তবু ষড়যন্ত্র আবক্ষ মন্ত্রণার গুহায়
মানসাঙ্কে এখনও '৩'—অর্পণের না

রিজার্ভ-ফরেষ্ট

অরণ্য,—যদিও নেই হলুদ ডোরায় আঁকা বিসর্পিত আগুনের ফণা ;
লতার আড়ালে বন্য বৃক্ষমূলে রচিত ঝর্ণায়
কান পেতেও শোনা যায় না পলাতকা হরিণীর শ্বাস,
শিঙের জটিল জালে কোনো দ্বিধা দ্যাখেনি, বা চমৎকার কোনো
সর্বনাশ।

রক্ষিত কাননে শুধু কয়েকটি সুললিত পাখী
নিশ্চিন্ত আরামে ওড়ে—যার যতটুকু মেঘ যেটুকু দ্রাঘিমা,
এবং হরিণ ও চিতা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সীমা
মেনে নেয়, ঘাস খায়—অন্তরঙ্গ প্রত্যেকে কথকী।

তবুও এক এক দিন ঝড় আসে, কিম্বা কোনো দর্শনাভিলাষী ;
সে-মুহূর্তে সমস্ত মুখোস-ই
মুখ থেকে ছিট্‌কে যায় : রক্তে ওঠে পিতার গর্জন,
সন্ত্রান্ত অরণ্য ছেঁড়ে, বন-উপবন
উড়াল খুরের ঝড়ে ছুলে ওঠে বিশাল আঁধার
প্রখর নখের ঘায়ে বৃক্ষমূলে লুটোয় চীৎকার।

বিমুগ্ধ দর্শক কেউ, কেউ হয়ত নিহিতার্থ বোঝে,
রক্ষিত অরণ্যে কার কতটুকু বাঁধা অভিনয়
মুখস্ত, তবুও তার এইটুকু বঞ্চিত সময়
হয়ত বা ডুবে যায় রক্তে, কিম্বা বিশুদ্ধ সবুজে।

কথারঃ

রাতের রাঙা স্রোতে উঠ্‌লো ঝড়
অচেনা আততায়ী অন্ধকার,
রক্তে লুণ্ঠিত আমারই শব
কোথায় ভেসে গেল চিহ্নহীন—
রাতের পরে রাত : দিনের পরে দিন।

অথচ কথা ছিল একটি দিন
আমাকে ভুলবে না একটি রাত
একলা যাবে না কো নিঃশরীর
তারায় চেয়ে চেয়ে বঞ্চনায়
তবুও চলে যায় রাত্রি যায়।

আজ যে প্রিয়তম অন্ধকার
ঝড় যে ভয়ানক বন্য ঝড়
স্রোতের তোলপাড়, শুনতে পাও
একটি স্বর শবদেহের স্বর—
রক্তে যত কিছু কথা ছিল॥

নিজের তর্পণে

বলো, মল্লিকা-বন আজো কোন্ অ-লৌকিক কুঁড়ি !
ঋতু রাখে নাকো হাত, হিংস্র কীট জর্জর করে না,
প্রগাঢ় অত্যুক্তি সেও ফিরে আসে ঘর্মাক্ত মিস্তিরি,
উদ্ধত বাউল, কিম্বা অভিপ্রায়ী বসন্তের সেনা।

ঈর্ষা প্রতিগ্রাহী তাই বড় জোর দু'একটি সবুজ
নক্ষত্র প্রাপ্তব্য ছিন্ন অসম্ভব নীচু এ-কোঁচড়ে
ঋতু ও কীটের থেকে আরো এক ঘনিষ্ঠ শত্রুর
শেষের আগুনটুকু জ্বলে ওঠে পাঁচটি পাঁজরে।

হোক অবিশ্বাস্য তবু শেষাবধি আকাশ-প্রতিম
সাজাবো তোমায় খুব যতনে রতনে
কেয়ূরে কুঙ্কুমে খুনে,—দিনান্তের ঘাতক পশ্চিম
শুদ্ধতম রক্তে রাতে আত্মঘাতী বিহিত তর্পণে॥

উত্তরাপথ

যেয়োনা উত্তরে হাওয়া,—প্রিয়মুখ ক্রমশ হারায়,
দু'ধারে দু'সারি বৃক্ষ নম্র যদি অভিবন্দনায়,
নিশাতবাগের রাত্রে বুক যদি ভরে নূরজাহান,
কলিজায় খুলে যায় ইতস্তত ত্রস্ত শাম্পান।

কে তুই ঘাতক হাওয়া! শতাব্দীর নয়নাভিরাম
ভেঙে দিয়ে রাঙা শার্সি, মগ্ন বই, অ্যাসট্রের আরাম
ভাসাস প্রখর স্রোতে; ক্ষাত্র রাত—নক্ষত্র আড়াল
শাহীবাগে কুহকিনী পর্দা ওড়ে কলঙ্কে উত্তাল।

আমি চাই না তোকে ঝড়—ওরে তোর মুদ্রায় বিনতি;
আমার পিচ্ছিল রক্তে আজও ইচ্ছা এখনো সন্ততি,
এখনও নিশীথ রাত্রে স্ফীত শিরা দুর্নিবার ডাকে—
ফিরে যা, উত্তরে হাওয়া, দ্রাক্ষারক্তে চিনারের ঝাঁকে॥

নন্দিনী-কে

অরণ্য তোমার ফুল, বৃক্ষ ও নক্ষত্র অনুভব,
নদীও তির্যক্ তীরে ছুঁয়ে যায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়
আকাশ নারীর ভঙ্গি—বাত্যাস্রের ধ্বসে অকস্মাৎ
কার অবিশ্বাস্য কথা—ভয়ঙ্কর শব্দের আঘাত।

অরণ্য বৃক্ষ নদী—সম্ভবামি আকাশে বাতাসে
আমারও একটি খুব চুপি চুপি কথা যদি আসে,—
যদি ঈষদুষ্ণ রক্তে আমি একটি দাউ দাউ করবী
ফোটাই,—নন্দিনি—বলো
রঞ্জন কি দিয়ে গেছে সব-ই॥

দিন বৃত্ত

আজ দিন-যাপনের চেনা পর্ব নিঃশেষে চুকিয়ে
সংসারের টুকিটাকি নানা কাজে বিকিয়ে বিকিয়ে
বিন্দু বিন্দু ম্লান সত্তা, ক্লান্ত দেহ ভারে
পারো তো একবার বোসো—অবসন্ন রাত্রির কিনারে।

তুমি স্বপ্নের নও, স্বপ্নই বরং
তোমার শরীর, কিম্বা বিকেলের ছায়া অনুপম।
ক্লান্তি তোমার দেহ. যেখানে সংসার
প্রতিদিন তুলে দেয় দৈনন্দিনতার ভার ;—
বিপরীত স্রোতে তার তোমার মাটির মর-দেহে
নিরুচ্চার কৃষ্ণকলি ভিতর-উদ্যান রাখে ছেয়ে।

তোমার কাজের ঘরে কিছু নেই, যা বর্জনীয়
ভেবে পাশে সরিয়ে রাখবে তুমি প্রিয়।
জীবন করে না ক্ষমা, আগন্তুক অনেক বুলবুলি
উঠোনে বিছানো রৌদ্রে খেয়ে যায় রাঙা ধানগুলি,
এবং সময় যায় চলে যায়, শুধু একটি হাত
শুভ্র চাদর ঢাকা বিছানায় শায়িত সম্রাট।

তবু অনিঃশেষ, তবু, হা প্রচ্ছন্ন আন্তরিক মেয়ে
একটি একটি করে জীবনের দেনা শোধ দিয়ে
তবেই কি শেষ যতি ?—সব ফেলে দিয়ে
তাই তো বলি না : এসো,—শুভ্র হাত রক্ত পদ্ম নিয়ে !

বরং কাজের পরে যে উদ্বৃত্ত অতন্দ্র সময়
তোমার রাত্রির, তার থেকে যদি হয়
কয়েকটি তারা-ঝরা বিরল মিনিট ;—
সেটুকুই পাই যদি, পাই যদি ঘরের নিশ্চিত
কাঁটাতার মুহূর্তের বৃন্তে মৃদু মাধবীর লতা
একটি একটি করে উন্মোচিত তোমারি মমতা ।'

আর কিছু নয়, শুধু সংসারের চাবি
দু'দণ্ড আঁচলে পুরে যে বলবে : হে আমার কবি
অ-রবীন্দ্র, দিনগত সব কাজ সেরে এতক্ষণ
সময় পেলুম এই, এবার তোমার সুরে হোক সংরচন
একটি অক্ষম গান ;—অক্ষম বলেই
যার মূল্য কোনো দামে নেই—

আমার স্বীকৃতি তাই।   কবিতা আমার
এ গৃহস্থ কথা ছাড়া কিছু নয় আর ;
তোমার নামের মোহে যাকে আমি মনে মনে গড়ি
চোখেই সে আসে যায়, তারে ভেবে রোজ আমি পড়ি
যা আমার প্রিয়কাব্য, আমার রাত্রির
শয্যায় ছড়িয়ে থাকে তারই তো দেহের তিমির ;
তারই বলয়-ঘেরা মণিবন্ধে সহজ আভায়
সাতটি তারার ঘুম ; যখন সে চায়

আত্মীয় করুণ এক পরিচিত নদী
আমার মোহানা ঘিরে আনে এক নিবিড় আনতি,—
স্রোত বয়ে যায়—
কথা তার কানে কানে আমাকে শোনায়
দু'একটি চেনা-প্রশ্ন : ভালো তো !—নরম
নিবিড় সুস্নিগ্ধ চোখে সে শুধোয় তারই মতন।

আর কিছু নেই, নেই দিন-অবসিত
নিয়ত সন্ধ্যার পাত্রে সোনার অমৃত,
যদি বা কখনো কোনো বিকেলের চায়ের বাটিতে
সোনালী ধোঁয়ায় মেশা দুদণ্ডের কথার দ্বৈতে
কাটাই বিরলক্ষণ, সে ভুঞ্জন সতর্ক ; উদ্যত
সংসার দু'দিক থেকে দু'জনকে টানে অবিরত :
জোনাকির মত সেই ছোটোছোটো ঝিলিমিলি ক্ষণ
সংগ্রহ যতই করি হয় না চয়ন
কোনো এক চয়নিকা ;—হয় না বলেই
ছোটোছোটো কবিতাকে অক্ষম মিলেই
আপাত সাজিয়ে রাখি, স্খলিত চরণ
সে-ছন্দকে স্বগতই করি উচ্চারণ—

এবং তোমারও কাছে ; জীবনের সুদুর্লভ যে'ক'টি সময়
পেয়েছি কবিতা-ভরা, মমতার নিবিড় অন্বয়
দেখেছি সে সব শূন্য, নম্র হাতে দিয়েছে ভরিয়ে
জীবন হয়েছে পূর্ণ সে অপূর্ব অপূর্ণ কুড়িয়ে ॥

বিপ্রতীপে

বৈশাখীর মুখেই ঝড়ে ছড়ালো ধূপদীপ,
উপুড় ঘটে সারা দুপুর আহত পল্লব ;
কোথায় মাঙ্গলিকী কোথায় পড়ে রইলো ঝাঁপি-
ছ'পণ কড়ি ছড়িয়ে মেঝে শয্যায় ত্রিস্তর।

ফিরতি বেলায় দু'হাত জোড়া শাঁখা সিঁদুর কড়
কুড়িয়ে নিয়ে ছড়িয়ে দিলে একা সায়ন্তনী,
নিষ্ক্রান্তির দোরে ভাসান মেঘেই পরস্পর
পরিব্রাজক বৃষ্টি : আমি তোমার কথা শুনি ॥

চিত্রলেখা

নিঃস্রোত জল। পায়ের পাতা ডোবালে যেই খরস্রোতা।
দু'ধারে তীর—তীব্র শায়ক ছুটে চল্‌লো। জলাঞ্জলি
ভাঙা দেউল বাঁধানো ঘাট সিঁদুরলিপ্ত অশথ-তলা,
পউষ প্রখর হলেও রক্তে জলে উঠ্‌লো—চিত্রলেখা।

ইচ্ছে মতো পবিত্র পাপ বয়ঃসন্ধি তীব্র মুদ্রা
নটী নটী নটীই—তোমায় সাজালো এক সামন্তরাজ
পাত্র এবং মিত্র এবং নিজেও যখন চরিতার্থ
খোঁপার মধ্যে আমি আমার অ-লোকচক্ষু ইনাম দিলাম-

না বকুল না চন্দ্রমল্লী, হিংস্র-কলুষ-কুটিল রাত্রি
নৌকো উৎক্ষিপ্ত ধনুক—দু'ধারে বন মধ্যবর্তী॥

ইচ্ছে হ'লে

ইচ্ছে হলে মিলিয়ে দেওয়া যেত
ঘর এবং তমাল-বন মাঠ,
শব্দ ছিল ভৃত্য আজ্ঞাধীন
নিজেও প্রভু মুক্তক সম্রাট।
সারা রাত্রি নিখুঁত গানে সুর শুনিয়ে ঘুম ভাঙার ঠিক আগে
ঝোপ বুঝে কোপ মারা যেত প্রচণ্ড সোহাগে।

ইচ্ছে হলে অন্য অনেক মিল
ছিপ্ ফেললেই উঠে আসতো মস্ত মৃগেল অচ্ছোদ সলিল,
যুক্ত হ'ত স্নানার্থিনীর মুদ্রা অধিকন্তু
প্রবীণ মাড়ি এড়িয়ে কিছু হাসাও যেত দন্তুর।

বিকেল দিত রঙ্ ও তুলি সন্ধ্যা রাজ্যপাট
কৃষ্ণাশাড়ির অস্তাচলে রক্ত জমজমাট।
একটু মাত্র একটুখানি উসকে দিলেই যদি
শিরায় উপশিরায় ইচ্ছা অজস্র নদ-নদী॥

রূপান্তর

দেখতে পেলুম : তোমার দু'চোখ মুখ থুবড়ে পড়ে আছে
গ্লাসের স্বচ্ছ গায়ের ওপর চিত্রল নিঃসঙ্গ গাছে।
কোথায় মেঘের পাড়া কোথায় শিরীষ-বকুল-করবী বন,
জনশ্রুতি পেরিয়ে এসে দেখতে পেলুম, তুমি এখন
ঘুম—একটু ঘুমের জন্য দীর্ণ সিড্যাটিভের তটে
যা' রটে তা' কিছু বটে।

অথচ এক বাগান
ছিল, স্বরচিত তৈরী আগুন,
চারাগাছটা
এটা ওটা
ছোঁয়ামাত্রই ফলতো সোনা
ঝরা পাতায় বুক পাতলেই অনুভব্য আনাগোনা
তোমার—প্রিয়তমা তোমার।
কিন্তু দোঁহেই পোশাক চেপে সারাৎসার
অন্ধকারে বয়ে বেড়াতুম গোপন দু'টি হংসমিথুন।

আমি দেখতুম
ডুবো সূর্য বাতাস পাতাল করবী বন
চমৎকার এক হত্যাকাণ্ড,
আকাশ ঝরতো পাতায় পাতায় পা পর্যন্ত
নিঃসাড়ে শেষ নিঃশ্বাসটা খুঁজবে বলে
তুমি নিবিড় ফিরে আসতে নষ্টনীড়ে।

রাঙা দেয়াল এখন, তোমার গোলাপী গাল
ডিকান্টারে ঘণ্টা বাজে ঝাঁঝালো গ্লাস,
বুকের মধ্যে চতুর চেপে উষ্ণ বাতাস
ট্রেয়ের শূন্যে অনায়াসেই গড়িয়ে দিতে পারো এখন
আমার, তোমার-আমার সেই অসমাপ্ত করবী বন ॥

ছাতিম তলা

কাছে আসতেই পাতা খুলে দিলো ছাতিম গাছের চূড়া
অপাপবিদ্ধ রৌদ্রে, দ্বিধায় ছড়ালো ভোরের ঝিল,
চীনা-ভবনের চিত্র, দেয়ালে ঘণ্টা-ধ্বনিত বেলা,
বন-পুলকের গন্ধে তখনো শরীর রাত্রি-লীন।

অদূরবর্তী কাচ ঘর ছুঁয়ে নতজানু রোদ ভাঙে
সারি-টগরের সিঁড়ি টপ্‌কিয়ে গম্ভীর উপাসনা।
মন্ত্র ? সে ও তো বাতাস সে ও তো আকাশ আমার মর্ত্য
এক কণা লাল ধূলোয় বিশ্ব অভাবিত উদ্বৃত্ত।

দিবস রজনী ফেরি করে ফিরে, নিজেকে নিরেট পণ্যে
অ-সুধার হাটে বিকিকিনি-বেলা, হঠাৎ,—সপ্তপর্ণ
তোমার স্নাতক স্মৃতির খিলানে রচিত ছায়া ও রৌদ্রে
এখনো আমার দীক্ষা—আমার জন্ম জন্ম ঋণ॥

বিরচিত শোক

ক্যামেরার সামনে এসে সন্ত পতি-বিয়োগ-বিধুরাও
বেশ সুপ্রতিভভাবে চুল আর লুণ্ঠিত আঁচল
গোছগাছ করে নেয় :   শায়িত শবের খুব শীতল নিকটে
বসে, হাত রাখে ;—যেন পাঁচটি আঙুলে
পঞ্চবটির ছায়া—প্রাক্তন স্মৃতির ঝুরি ;

রক্ত উষ্ণ দু' ঘণ্টা আগেও।

আসল দুঃখের সঙ্গে আরো একটু বিরচিত শোক,
সেলুলয়েডের বুকে গ্রুপ ফোটো সাজানো স্তবক।

—আমি দাঁড়াবো না, আমি সমস্ত ক্যামেরা
সমস্ত চিত্রীর থেকে লক্ষ লক্ষ বনে অন্তরালে
পালাবো ঊর্ধ্বশ্বাসে—অখ্যাত নদীর ধারে—অনাত্মীয় দারুণ দণ্ডকে।

শুধু, পালাবার আগে
ফলন্ত বৃক্ষের মত দেয়ালের ডালগুলি থেকে
প্রত্যেকটি গ্রুপ ফোটো আমি নিশ্চিহ্ন পেড়ে নিয়ে যেন
একটি একটি করে, আহা সেই শেষ রজনীতে
সমর্পণ করতে পারি একমাত্র বিশ্বস্ত ঘাতকে॥

রোদের দোলনা

দু' চোখে রোদের দোলনা, ছুঁয়ে যাও ফিরে ফিরে যাও
যতটা বিদ্যুৎ দ্রুত চলে আসি প্রতি রোম কূপে
বৃক্ষের ওপারে কীর্ণ প্রতীক্ষার মতন আকাশ
বারোটি নীলাভ চোখ সাক্ষ্য দেয়
নিবিড় ডায়ালে।

যা ভাবা যায় না আমি নখে নখে নিদাগ ইস্পাতে
ঈষৎ রক্তের দাগ তুলে নিয়ে শিশুর মুখের মতো কাচে
গভীর মায়াবী রাতে ব্যক্তিগত বীক্ষণ আগারে
অত্যন্ত নির্জনভাবে চলে আসি—তুলনাত্মক নিরীক্ষায়।

যায় দোলনা সরে যায়—মুহূর্তেই সরে যায়—দূরে······
ছায়ার বুকের থেকে উৎসারিত রোদের ইশারা।
নিজেরই দু'হাতে মুখ হাতড়ে ভাবি : এ কার চেহারা!
তবু কি নির্লিপ্ত শান্ত দিন কাটে নিকট বন্দরে॥

বিকল্পিত

তুমি, না হয় অন্য কেউ,
বসন্তের সরোবরে তুলবে কৃষ্ণচূড়ার ঢেউ

আজকে সাদা মাঘ-শেষের রুক্ষ ধূলো অশথে
কে আর দেবে কৃষ্ণচূড়া কী সর্তে ?

আর একদিন এই করুণ পথ ধরে
এসো তুমি ; এসো শীতের উত্তরে—
বর্ণমালার ভূলুণ্ঠিত হসন্তে
দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাওয়া বসন্তে ॥

অ-সৌজন্য

সৌজন্য তোমার জন্য অসম্ভব, তাই
জ্বালিয়ে রেখেছি রক্তে একটি ইচ্ছাই,
না হলে শৌখীন পর্দা আলোয় বিছিয়ে তোলা যেত
দু' একটা মৌন নক্সা দ্বৈত শিল্পে যুক্ত অনুরাগে,
সেতারে আঙুল রেখে কাঁদা যেত ইমনে বেহাগে।

আলো না নিভিয়ে তবু মধ্য রাতে নিকট সংসার
ঠাণ্ডা কাগজ চাপা যাবতীয় যুবতীর সার
দূরে দূরে ছুঁড়ে ফেলে, পুনর্বার জীবনের খামে
ঢুকে পড়া যেত খুব সঙ্ঘবদ্ধ অদ্ভুত আরামে।

তুমি তা মানলে না তুমি মুক্তকে, ভীষণ আড়ালে,
পা বাড়ালে অন্য মনে—মুহূর্তেই ঢেকে দিলে ঘর
চাপ চাপ অন্ধকারে : ঈশ্বর সম্প্রতি নিরুদ্দেশ
সৌজন্য ফেরার, বন্য রক্তে জেগে রয়েছে আশ্লেষ।

পুনরাবৃত্ত

ফস্ করে জেলে দেশলাই কাঠি
একদা চমকে ভেবেছি : বিশ্ব।
চতুর মঞ্চশিল্পীর সব-ই
ক্রমিক ফেরানো সুতোর দৃশ্য।

আজ খরতোয়া বিভঙ্গ ত্বক্
কী অন্ধকার বিগত লাস্য।

করোটি কাঁকনে ব্যর্থ আঘাত
নি-ঢেউ যমুনা অতল স্তব্ধ
চারিদিকে শুধু দেয়াল দেয়াল·

হে প্রিয় প্রেমিক সহস্রাক্ষ
কোথায় আমার জান্তব রাত
ক্রূর দস্তুর কাব্য ভাষ্য

শিল্প সুষম আঙুল জড়ানো
পুরনো—ভীষণ পুনরাবৃত্ত।

অন্ত্য ভূমিকায়

উপন্যাসের চরিত্র হয়ে কেটে যাবে দিন—
কখনো ভাবিনি ; শঙ্কা, তা' ছাড়া অসহায়, আমি
ভাড়াটে পাতায় যেদিন শব্দ ক'রে হাত থেকে
রক্ত ধুয়েছি, আর, প্রথামতো
ঘাড় না ফিরিয়ে নির্বিচারেই পালিত হয়েছি,
দেখেছি,—সবাই জল্পনা-রত অন্ধকারে ; স্বয়ং লেখকও।

তাই শেষাবধি
দারুণ ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেছি :
এবার পুরানো নীল পোশাকটা
কুটি কুটি করে
ছিঁড়ে ফেলে দেবো, সঙ্কল্পিত
অবিনয় ঘিরে তাই আয়োজন—
তাই
চুপিচুপি
কৃষ্ণপক্ষে মঞ্চসজ্জা ॥

বাহান্ন

স্ব-গত

আমি দুঃখ ডেকে আনি বাতাস থেকে
যেহেতু চারদিকেই আমার স্তরে স্তরে
বিস্তর সুখ সাজানো ঘর বাগান এবং
বিলাস দ্রব্য ফেরিঅলা প্রিয় স্বজন।

হাওয়ার থেকে ডেকে তাকে সামনে বসাই
আমি এবং দুঃখ—আমরা যমজ ভাই,
চেহারায় না থাকুক মুখে নিবিড় আদল
মা আমার রেখে গেছেন গালে তিল আর চোখে কাজল।

যতো রাত্রি ততো বেরোয় আরো অনেক খুঁটিনাটি
রাতের হাতায় লুকিয়ে রাখি বিয়েয় পাওয়া হীরের আঙটি
অথবা যা আজও আমার অনর্জিত বিরল ক্ষত
চড়া আলোয় শিকড় ছড়ায় কপাল ফুঁড়ে ইতস্তুতঃ।

আমি দুঃখ মুখোমুখি—মধ্যিখানে কাঠের টেবিল
বুকের কোঠায় ফোঁটায় ফোঁটায় রাত্রি রক্ত পদান্ত মিল॥

অ-স্বকীয়

আহারান্তে হাতে ঠেক্‌লো ছুরি-বিদ্ধ পান ;—
চতুর চোখের নীলাঞ্জনা—স্বশ্রী পরস্ত্রী,
নীল-নিয়নে কেঁপে উঠলো পরবর্তী স্বর ;—
তারপরে ঠিক তিন রাত্তির দৌড়িয়েছিলাম।

জলের মধ্যে নদী ছিলো, পাখীর মধ্যে খাঁচা,
মৃতদেহের মধ্যে ছিলো অপরিসীম বাঁচা।
ঘরের আলো নিভিয়ে দিতেই—বাতাসের দিব্যি
ভুরুর মধ্যে এয়োতী টিপ্ : স্রস্ত পরস্ত্রী।

পানের বুকে বিঁধে রইলো লবঙ্গের ফলা,
অকৃত্রিম হাস্‌তে গিয়ে রক্ত উঠে এলো।
সরস্বতী যমুনাবতী নিরুদ্দেশে ঘুরে—
খোঁপার চতুর আড়ালে ফের পতিগৃহে যান ॥

বর্ণ-মালা

দীর্ঘ 'অ'-কার স্বরবর্ণ
আপাতত তোমার ভালবাসা,
বিসর্গের যুগ্ম বিন্দু
আমার দুঃখ—নিজস্ব বিভাষা।
নারী আমার পুনর্জন্ম নদীর কাছে নিয়তই অধীন,
বাতাস কাঁপে উষ্মবর্ণ—কী বৈশাখে শ্রাবণের শেষ দিন।

আপনি আমায় নিঙ্ড়ে ফেলুন
কালে দেখবেন রজত-নিভ চাঁদ
সুষম বণ্টন করছেন
পারলৌকিক ক্রিয়ার প্রসাদ।

সকাল সন্ধে তাই পড়ছি নিরীহ মুখ অ-পাপ বর্ণ-মালা
তারি মধ্যে যুদ্ধ যুদ্ধ—যুক্তাক্ষর ভীষণ সন্ধেবেলা॥

অন্তরা

এখনও দু'চোখ বুজলে ভেসে যায় বকুলের শব
বিধ্বস্ত বাগান : জানালার কাচে কলরব,
মুহূর্ত মুহূর্ত ঝর্ণা, রোদ, কিম্বা বসন্ত-বৈভব।

এখনও দু'চোখ বুজলে ; মৌমাছি এবং প্রৌঢ় বট
পিঙ্গল গল্পের ঝুরি, সিক্তসিঁথি দুরন্ত শ্রাবণ,
আম্রকুঞ্জের কাছে চিত্রার্পিত প্রসিদ্ধ বান্ধবী,
অ-দূরে নিস্তব্ধ ঘণ্টা : প্রতিধ্বনি সঙ্গীত-ভবন।

—থাক্ অবশ্যই, স্বর্গ, যদি কিছু নিশ্চিত প্রধান
অন্তরীক্ষই ঈপ্সা, গানে কিছু অনন্য অন্তরা।—

সারারাত মোহিনীর জ্বলন্ত আঁধারে ডুবে গিয়ে
আল্‌তা ভোর-ভোর যদি রক্তে আসে আহীর-ভঁয়রোঁয়॥